বিশেষ সংবাদ

সৈয়দ নাহাস পাশা কমনওয়েলথ জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত

ভূমধ্যসাগরীয় দেশ মাল্টায় অনুষ্ঠিত সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন কমনওয়েলথ জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের (সিজেএ) নবম সম্মেলনে সাপ্তাহিক জনমত এর প্রধান সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। সিজেএ ইন্টারন্যাশনাল এর ১৪ সদস্যের নির্বাহি কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিবিসি এশিয়ার সাবেক প্রধান রিতা পেইন। কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশে শাখা রয়েছে আন্তর্জাতিক এই সংগঠনের। সৈয়দ নাহাস পাশা যুক্তরাজ্য শাখারও নির্বাহি কমিটির সদস্য। গত ৩০ জানুয়ারী থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মাল্টার সেন্ট জুলিয়ানসে কমনওয়েলথ জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশ, ভারতসহ কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশের ৮০জন সাংবাদিক ও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ১৯৭৮ সালে কানাডার নভাস্কটিয়ার ডালহৌসি ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ এর এনজিও কনফারেন্সে কয়েকজন জার্নালিস্ট এর উদ্যোগে সিজেএ প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে সহযোগিতা করেন তদানিন্তন কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীদাত রামপাল। কমনওয়েলথভুক্ত দেশের সাংবাদিকদের ট্রেনিং প্রদানে সিজেএ-কে আর্থিক সহায়তা দেয় কমনওয়েলথ ফাউন্ডেশন। পেশাদার সাংবাদিকদের সংগঠন কমনওয়েলথ জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশন কমনওয়েলথব্যাপি প্রেস ফ্রিডম সুরক্ষায় নিবেদিত রয়েছে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশের সাংবাদিকদের মধ্যে অনেক কিছুর মিল থাকলেও তাদের প্রয়োজনীয়তায় রয়েছে ভিন্নতা। অনেক দেশে সম্পদের স্বল্পতা থাকার কারণে সাংবাদিকরা সরকারের চাপের মুখে থাকেন। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে সাংবাদিকরা নানা ঝুঁকির মোকাবেলা করেন। পর্যাপ্ত ট্রেনিংয়ের অভাবে তাদের মেধার বিকাশ ঘটাতে পারেন না। কমনওয়েলথ জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশন এসব সাংবাদিকদের দেশে দেশে ট্রেনিং দিয়ে আসছে। কমনওয়েলথ জার্নালিষ্ট এসোসিয়শনের ১৪ সদস্যের কমিটির মধ্যে রয়েছেন ভারত, কানাডা, উগান্ডা, জাম্বিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও যুক্তরাজ্যের সাংবাদিকরা। সিজেএ র পূর্ববর্তী কমিটির প্রেসিডেন্ট সভাপতি হাসান শাহ-রিয়ার এবার প্রেসিডেন্ট এমেরিটাস নির্বাচিত হন। এর আগে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট সাংবাদিক ডেরেক ইংরাম এই সম্মানে ভুষিত হন। ২০০৩ সালে বাংলাদেশে, ২০০৮ সালে মালয়েশিয়ার কুচিংয়ে ২০১২ সালে মাল্টায় সিজেএর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আগামী সম্মেলন দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে অথবা উগান্ডায় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কমনওয়েলথ জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশন এর নতুন কমিটি সভাপতি: রিতা পেইন (ইউকে), ক্রিস কব (কানাডা), মহেন্দ্র ভেদ (ভারত), ফরিদ হোসেন (বাংলাদেশ), জশুয়া কাইলিস্পা (উগান্ডা)। অনারারি সেক্রেটারী-ট্রেজারার মারি বার্ট (কানাডা)। নির্বাহি সদস্য: সৈয়দ নাহাস পাশা (যুক্তরাজ্য), ড্রিটো এলিস (উগান্ডা), ক্যারোলিন জ্যাকসন (মালয়েশিয়া), নিউটন সিবান্দা (জাম্বিয়া), ফৌজিয়া শাহীন (পাকিস্তান), জয়ন্ত রায় চৌধুরী (ভারত), শ্যামল দত্ত (বাংলাদেশ), উইল হেনলি (যুব বিষয়ক, যুক্তরাজ্য)।

মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৪৪ : তীব্র শীতে নাকাল ইউরোপ

ইউরোপ জুড়ে ভয়াবহ তুষারপাত ও ঠান্ডায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৪৪ জনে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে শুধু ইউক্রেনেই মারা গেছে ১২২ জন, যার মধ্যে ৭৮ জনের মৃতদেহ রাস্তায় পাওয়া গেছে। তারা সবাই ছিলেন গৃহহীন। এছাড়া ৩২ জন বাড়িতে এবং ১২ জন হাসপাতালে চিকিত্সাধীন অবস্থায় মারা গেছেন বলে দেশটির জরুরি ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। পূর্ব ইউরোপের দেশ পোল্যান্ডে মারা গেছে ৩৭ জন। গত এক সপ্তাহে বুলগেরিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ১৬ জনের। শীতের কারণে দেশটির উত্তরপূর্ব অঞ্চলের প্রায় ১ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান টানা কয়েক দিনের মতো বন্ধ রয়েছে। রুমানিয়াতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ জনে। দেশটিতে ঠান্ডার কারণে শত শত স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে।

বাকিরা মারা গেছেন সার্বিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, লাটভিয়া এবং স্লোভাকিয়ায়। ভয়াবহ তুষারপাতে সার্বিয়ার দুর্গম এলাকায় হাজার হাজার গ্রামবাসী আটকা পড়েছে। দেশটির কোথাও কোথাও ৫ মিটার উঁচু বরফ জমেছে। পূর্ব ইউরোপের কোনো কোনো দেশে তাপমাত্রা মাইনাস ৩৫ ডিগ্রিতে নেমে গেছে। এসব দেশে দেখা দিয়েছে ঠান্ডাজনিত নানা রোগব্যাধি। প্রচন্ড তুষারপাতের ফলে বিদ্যুত্ সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বহু জায়গায় ব্যাংক-বীমাসহ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে। রাস্তা ও মহাসড়কগুলোকে যান চলাচলের উপযুক্ত করতে জরুরি বিভাগের কর্মীদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। পশ্চিম ইউরোপের দেশ ইতালিতে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্সে একজন করে মারা গেছে। লাটভিয়া, লিথুনিয়া, অস্ট্রিয়া ও গ্রিসেও প্রচন্ড শীতের কারণে কয়েক জনের মৃত্যু হয়েছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যম খবর দিয়েছে।

ইউরোপজুড়ে ভয়াবহ তুষারপাত ও ঠান্ডায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে শুধু ইউক্রেনেই মারা গেছে ১০১ জন। দেশটির জরুরি ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রচন্ড ঠান্ডার কারণে রাস্তায় ৬৪ জনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আটজন হাসপাতালে চিকিত্সাধীন অবস্থায় এবং অন্যরা বাড়িতে মারা গেছে। আর পোল্যান্ডে মারা গেছে ৩৭ জন। এছাড়া রোমানিয়ায় আটজন এবং সার্বিয়া ও চেকপ্রজাতন্ত্রে একজন করে মারা গেছে। ভয়াবহ তুষারপাতে সার্বিয়ার দুর্গম এলাকায় আটকা পড়েছে ১১ হাজার গ্রামবাসী। দেশটির কোথাও কোথাও পাঁচ মিটার পুরো বরফ জমেছে। পূর্ব ইউরোপের কোনো কোনো দেশে তাপমাত্রা মাইনাস ৩৫ ডিগ্রিতে নেমে গেছে। এসব দেশে দেখা দিয়েছে ঠান্ডাজনিত নানা রোগব্যাধি। প্রচন্ড তুষারপাতের ফলে বিদ্যুত্ সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং স্কুল-কলেজ বন্ধ রয়েছে।

বহু জায়গায় ব্যাংক-বীমাসহ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে।

রাস্তা ও মহাসড়কগুলোকে যান চলাচলের উপযুক্ত করতে জরুরি বিভাগের কর্মীদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। পশ্চিম ইউরোপের দেশ জার্মানি ও ইতালিতে একজন করে মারা গেছে।

গত প্রায় এক দশক ধরে পূর্ব ইউরোপে প্রতিবছর এভাবে শীত মৌসুমে প্রচন্ড তুষারপাত হচ্ছে এবং বেশিরভাগ গৃহহীন মানুষ মারা যাচ্ছে।

জটিল রোগে আক্রান্ত শিশু তন্ময়কে বাঁচাতে এগিয়ে আসুন

লন্ডন, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ মেধাবী শিশু তন্ময়কে বাঁচাতে এগিয়ে আসুন। ১১ বছর বয়সী তন্ময় চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানার লায়ন মোঃ হারুন রশিদ কিন্ডারগার্ডেন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। গত ৬ বছর ধরে শিশুটিকে নিয়ে তার বাবা মা অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরাণাপন্ন হয়েছেন। এতদিন শিশুটির কি রোগ তা শনাক্তই করতে পারেননি চিকিৎসক। তার পরিবার সূত্রে জানা যায়, সর্বশেষ সিএমএইচ হাসপাতালের ডাঃ কর্নেল নুরুন্নাহার ফাতেমা এনজিও গ্রামসহ বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছেন তন্ময়ের হার্টে ছিদ্র এবং রক্তনালী দুটি হার্টের দু'পাশে না হয়ে একই পাশে রয়েছে। চিকিৎসক আতঙ্কের বিষয় হিসেবে জানিয়েছেন একজন মানুষের হার্টের স্বাভাবিক যে সেটআপ থাকে তন্ময়ের তা সম্পূর্ণ উল্টোভাবে রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা তাকে ভারতের ব্যাঙ্গালোরে ডাঃ দেবিশেঠি হাসপাতালে অপারেশন করে হার্টের চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যথায় শিশুটিকে বাঁচানো সম্ভব হবে না বলেও চিকিৎসক আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। চিকিৎসক জানিয়েছেন, তন্ময়ের চিকিৎসা বাবদ প্রায় ১০ লাখ টাকা লাগবে। সে বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তাই বাবা-মা প্রাণপ্রিয় একমাত্র সন্তানটিকে বাঁচাতে দেশ এবং বিদেশের সর্বস্তরের বিত্তবানদের সদয় সহযোগিতা চেয়েছেন। সবার আন্তরিক সহযোগিতাই পারে তাদের একমাত্র সন্তানের জীবন বাঁচাতে।

শিশু তন্ময়কে বাঁচাতে সহযোগিতা করতে আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুন-

মোঃ আব্দুল কাদের - ০৭৯৩৯৪২২৯৯৮।

সরাসরি বাংলাদেশে তাঁর মা-বাবার একাউন্টে পাঠাতে পারেন। শাহনাজ আক্তার, একাউন্ট নম্বর ০০৭৯০৩১০০০৭৭০৯ এনসিসি ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ফরিদগঞ্জ শাখা। মোবাইল ০১৭১২১৬১৭৬৩।